৫৭

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 04 FEB 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

প্রাথমিক শিক্ষা চিত্র ঃ নেত্রকোনা

৪৫ হাজার শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি

॥ সুদীপ্ত দাস/শাহ আঃ মোতালেব ॥

নেত্রকোনা, ৭ই ফেব্রুয়ারি।-সরকার কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ঘোষিত হলেও গত বছর নেত্রকোনা জেলার দশটি থানায় প্রায় ৫০ হাজার শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারেনি নানা কারণে।

নেত্রকোনা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ পরিচালিত রিপোর্ট অনুযায়ীঃ জেলায় ৬৩৪টি সরকারি, ৪৪৪টি রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত এবং ১৪৪টি রেজিস্ট্রেশনবিহীন প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এবতেদায়ী মাদ্রাসা রয়েছে ২০৫টি, উচ্চ মাদ্রাসা সংলগ্ন বিদ্যালয় রয়েছে ৪২টি এবং ৫২টি রয়েছে কমিউনিটি বিদ্যালয়। এছাড়া ৭টি উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন বিদ্যালয়, ৮টি স্যাটেলাইট স্কুল এবং ১৪টি কিন্ডার গার্টেন রয়েছে জেলায়।

জরিপের তথ্যানুযায়ী ঃ উপরোল্লিখিত প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে চলতি শিক্ষাবর্ষে অধ্যয়ন করছে মোট ২ লাখ ৯২ হাজার ৬৭৭ জন শিক্ষার্থী যেখানে জেলার ১০টি থানায় ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ৩ লাখ ৩৮ হাজার ৪১৮। অর্থাৎ ৪৫ হাজার ৭৪১ শিশু ভর্তি হয়নি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।

এ বিপুল পরিমাণ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে থাকার কারণ অনুসন্ধানে দেখা যায় ঃ পর্যাপ্ত বিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও সংকট রয়েছে আসবাবপত্র এবং মাসিক তত্ত্বাবধানের। এছাড়া দারিদ্র্যতা এ অঞ্চলের আরেকটি সমস্যা। কারণ নেত্রকোনার বিস্তীর্ণ হাওড় এলাকার- মানুষ বছরে ৬ মাস থাকেন বেকার। যার ফলে হাওড় এলাকার খালিয়াজুড়ি থানা এলাকায় এ চিত্রটা আরো করুণ। এ থানায় মাত্র ৯ হাজার ৬০৯ শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে অধ্যয়ন করছে। পাহাড়ী ঢল এবং বন্যার পানির কারণে বছরে ৫/৬ মাস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধই থাকে।

আরো দেখা যায় জেলায় ৬টি থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, ১২টি সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা, ১৮টি প্রধান শিক্ষক ও ৩৬টি সহকারী শিক্ষকের পদশূন্য দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে। এ ব্যাপারে বিভাগীয় কর্মকর্তাদের গাফিলতিও অনেকাংশে দায়ী। এ সকল সমস্যা সমাধান হলে জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার চিত্রটির আরো উন্নতি হবে বলে এলাকাবাসী মনে করেন।